দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ভার্সিটি উন্নয়নে আরো ৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন ঃ ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার স্বার্থে উন্নয়ন খাতে আরো ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে ভাষণদানকালে এ আবেদন জানান। অধিবেশন আজ শেষ হবে।

ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরীসহ সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে উন্নয়নের স্পর্শ প্রয়োজন।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের তান্ডব বর্তমানে সহনশীল পর্যায়ে আসলেও চারদিকে অনিশ্চয়তা বিরাজমান। এই সন্ত্রাসের অবসানে তিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সংকল্পের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনের লক্ষে আগামী শিক্ষা বর্ষ থেকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানান।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, চলতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৮/১০

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটি উন্নয়নে আরো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সমান শ্রেণীতে ভর্তি সম্পন্ন হবে। এতে দু'টি প্রথম বর্ষ সমান্তরালভাবে পরিচালিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরে ভাইস চ্যান্সেলরের ভাষণের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, আঃ মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর মোহাবত খান, প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আমান উল্লাহ আমান এমপি, নাজিম উদ্দিন আলম, প্রফেসর এম মোস্তফা চৌধুরী প্রমুখ আলোচনায়অংশ নেন।

আমান উল্লাহ আমান তার বক্তৃতায় বলেন, ছাত্র–শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ নিলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা নিরসনে আরো ফ্লাট নির্মাণেরদাবীজানান।

ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, গত বছরগুলোর তুলনায় চলতি বছরে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস এবং অনির্ধারিত ছুটির মাত্রা অনেক কমেছে। তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রফেসর আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক মান উন্নয়নে ছাত্র–শিক্ষকদের আরো গবেষণা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির দাবী জানান। তিনি বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়া "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ" পত্রিকাটি পুনরায় চালু করার দাবী জানান।

সিনেট অধিবেশনে মোট ১০৫ জন সদস্যের মধ্যে ৭২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার কথা থাকলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে তা করা হয়নি। সিনেটের আজকের অধিবেশনে এই বাজেট পেশ করা হবে।